৩৭

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞান

গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৯৪ইং সাল থেকে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় করেছেন। সাথে সাথে বিদ্যালয়সমূহে ট্রেড কোর্স চালু করার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন সরকার।

দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ, জনপ্রিয়করণ ও সম্প্রসারণের এ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। সরকার বিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষকের পদও সৃষ্টি করেছেন। তবে, প্রাথমিকভাবে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মীরা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আমরা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দেশের ১২টি কৃষি ইনস্টিটিউট থেকে তিন বৎসর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা পাস করে বর্তমানে কর্মহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রার্থনা যে, কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের নিযুক্ত করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত গত ৮-৪-৯৪ইং তারিখে 'দৈনিক বাংলা'য় কৃষিবিদ মোঃ সেলিম খান তার পত্রে উল্লেখ করেছেন, তাঁর জানামতে বাংলাদেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন মাছ চাষ, বনায়ন ও কৃষিতত্ত্ব এই বিষয়গুলির উপর সমন্বিতভাবে শিক্ষা দেয়া হয়। জনাব খান এবং আরও যারা জানেন না তাদের অবগতির জন্য বলছি যে, একমাত্র 'বাকা শিবো'র পূর্ণাঙ্গ ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমেই বিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এসব বিষয়ে পরিপূর্ণ পাঠ্য বিষয়রূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ যে এ বিষয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দানে সক্ষম, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কৃষি বিজ্ঞান একটি ব্যাপক আকারের ফলিত বিজ্ঞান। তাই এক্ষেত্রে ৩ মাস, ৬ মাস বা ১ বছর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিএসসিরা কতটুকু যোগ্যতাসম্পন্ন হবে তা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। উন্নয়নের অংশস্বরূপ সরকারের বাস্তবমুখী এ, মহৎ উদ্যোগ এগিয়ে নেয়ার জন্য ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলে আমরা মনে করি।

দেবাশীষ ও মোঃ জামাল হোসেন
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ
পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।